ADDRESS OF THE CHAIRPERSON, BOARD OF TRUSTEES

EAST WEST UNIVERSITY

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
চেয়ারপার্সন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দশ সমাবর্তন উপলক্ষে
ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন মহোদয়ের ভাষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির মাননীয় আচার্য, জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, মাননীয় বিচারপতি জনাব তফাজ্জল ইসলাম, উপাচার্য প্রফেসর আহমেদ শফি, সমাবর্তন বক্তা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবর্গ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী, অভিভাবকবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুগণ এবং আজকের সমাবর্তন যাদের ঘিরে সেই নবীন স্নাতকগণ,

আসসালামুআলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন!

অগ্নিঝরা স্বাধীনতার মাস মার্চের অভিনন্দন। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও ইস্ট ওয়েস্ট কম্যুনিটি এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি ১৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জানাই সকৃতজ্ঞ অভ্যর্থনা। আজকের এই দিনটি বিশেষ করে যারা স্নাতকের সম্মান ও দায়িত্বে ভূষিত হবেন তাদের ও তাদের অভিভাবকদের জন্য, শিক্ষকমন্ডলীর জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, সর্বোপরি দেশের জন্য একটি মঙ্গলময় আনন্দের দিন, উল্লসিত হবার, গর্বিত হবার ক্ষণ!

গত কয়েক বছরের ছাত্রজীবনে তোমাদের একনিষ্ঠ পড়াশোনা, আত্মত্যাগ ও অভিনিবেশের সফলতার ফল আজকের এ সমাবর্তন। প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, তোমাদের জীবনে আজকের এ মাইলফলকে, জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তোমরা পার হতে যাচ্ছ। জীবন যাত্রার বহমান ধারায় যে সকল গৌরবদীপ্ত বাঁক জীবনকে সমৃদ্ধ ও প্রত্যয়ী করে তারই একটি আজ তোমাদের নাগালে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যয়ন সমাপনী সনদ অর্জন

অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন ও কল্যাণ কামনায় তোমাদের চলার পথে শক্তি যোগাবে অবশ্যই।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার যে যোগ্যতা তোমরা অর্জন করেছিলে, চার বছরের ঘাম ঝরানো পরিশ্রম ও বিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর সঠিক পাঠদানে ডিগ্রী অর্জন করে আজ কর্ম জীবনে প্রবেশের প্রচেষ্টায় তার সার্থকতা মর্মে মর্মে তোমরা উপলব্ধি করবে। কেননা ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি তোমাদের দিয়েছে তার সাধ্যের সবটুকু ঢেলে, শিক্ষার মানের সাথে আপোষ করেনি কখনোই এবং ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে কঠোর পরিশ্রম, নৈতিকতা ও দেশপ্রেমের পতাকা। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির স্নাতকরা কেবল উচ্চশিক্ষিত নয়, তারা নৈতিক শিক্ষায় উদ্দীপ্ত, দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, তারা পরিবার ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল। কর্মক্ষেত্রে তাদের কদরও খুব বেশী। আর আমাদের কাছে তোমরা চিরদিনই থাকবে হৃদয়ের মনিকোঠায় অমূল্য সম্পদ হিসাবে।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালে অত্যন্ত বিনম্রভাবে, ছোট্ট পরিসরে। ৬ জন শিক্ষক ও ২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করা এ বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ি দিয়েছে ১৮ টি কর্মচঞ্চল, মাঝে মধ্যে বন্ধুর তবে সামগ্রিকভাবে সাফল্যের স্মৃতিবাহী গৌরবময় বছর। আজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৯ হাজার ছাড়িয়েছে আর আমাদের শিক্ষকমন্ডলীতে যোগ হয়েছেন তিনশতেরও অধিক শিক্ষক। আমরা শুরু করেছিলাম ৪টি বিভাগ দিয়ে, আজ আমাদের রয়েছে ১১টি বিভাগ। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যুক্ত করেছি যুগোপযোগী নতুন নতুন বিভাগ ও অনুষদ। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিসংখ্যান ও আইন বিভাগ। মহাখালীর একটি পুরানো ৬ তলা ভাড়া করা ভবনে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা নিজস্ব ৪,৫৯,০০০ বর্গফুট দৃষ্টিনন্দন ক্যাম্পাসে অধিষ্ঠিত। ভবন নির্মাণ হয়েছে নিজস্ব সম্পদে - টিউশন বাড়াতে হয়নি, কোন সারচার্জ আরোপ করা হয়নি এবং কোন ব্যাংক ঋণ নিতে হয়নি। এসবই সম্ভব হয়েছে আমাদের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্যদের দূরদৃষ্টি ও সঠিক দিকনির্দেশনা, অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর বিশ্বমানের শিক্ষাদান, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও পরিশ্রম এবং অভিভাবকদের নিরন্তর সমর্থন ও উৎসাহদানের কারণে। এই মহতী সভায়, এ সুযোগে আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা, যা হবে উচ্চশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান, গবেষণার একটি প্রাণকেন্দ্র, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সকল পথ এসে যেখানে মিলবে, হবে অসাম্প্রদায়িকতা, মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির চর্চা, শুভবোধ ও মানবতার লালন, যেখানে পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সাথে এসে মিলিত হবে প্রাচ্যের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সাথে ঐক্য ঘোষণা করবে প্রাচ্যের দর্শন। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কেবল একটি নাম নয় এর মিশন, ভিশন ও লক্ষ্যে পৃথিবীর এ দুটি পৃথক বলয়ের, দুই মহাদিগন্তের সম্মিলনের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি প্রাচ্যের ধ্যান ও মূল্যবোধ যখন পাশ্চাত্যের শৃঙ্খলা ও বিজ্ঞানের সাথে মিলে যায়, তখন তা সৃষ্টি করে বিশ্বমানের উপলব্ধি। কবিগুরু যাকে বলেছেন, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে, যাবে না ফিরে'। আমরাও সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বিনিময়ে বিশ্বাস করি, সকলে মিলেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি উন্নত, শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কখনোই তার লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে সরে যায়নি, সে মেনে চলেছে দেশের প্রচলিত আইন এবং উচ্চশিক্ষার সকল নীতিমালা। আমরা আইন ও বিধিসম্মত সকল বাধ্যবাধকতা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে প্রকৃত অর্থেই একটি শতভাগ আইন মেনে চলা বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা যে শিক্ষার উচ্চমান রক্ষার ব্যাপারে আপোষহীন তার একটি উদাহরণ দেই। বসন্ত ২০১৫ সেমিস্টারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল ৮ হাজারেরও বেশী ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মধ্য থেকে দেড় হাজার জন বস্তুনিষ্ঠ ও শিক্ষামহলে প্রশংসিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রতি সেমিস্টারেই আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে উল্লেখযোগ্য হারে।

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সহনশীল খরচে একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো, যেখানে বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় ঐতিহ্যের মূল্যবোধ ও কৃষ্টি লালিত হবে। দেয়া হবে বিশ্বমানের আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক পাঠদান। মেধা লালন ছাড়াও আমরা চেয়েছি অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল পরিবারসমূহ এবং মফস্বল থেকে বিদ্যার্থীরা আমাদের এখানে পড়তে আসুক, তাদের লালিত স্বপ্ন পূর্ণ হোক। সে কারণেই আমরা মেধার পাশাপাশি আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক বৃত্তি ব্যবস্থা চালু করেছি। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে

পারি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এত বেশি অনুপাতে ছাত্র বৃত্তি আর কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। এ বৃত্তির পরিমান প্রতিবছরই বাড়ছে। বর্তমান অর্থবছরেও আমরা বৃত্তি খাতে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি। জনকল্যানে নিবেদিতপ্রাণ সরকারের নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের পূর্ণবৃত্তিতে পড়ালেখার সুযোগ দিয়ে থাকে। সুখের কথা যে পরীক্ষার ফলাফলে এবং মেধাবৃত্তির প্রাপ্যতা ও চাকুরীর বাজারে আমাদের ছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে বেশী এগিয়ে। আমরা বছরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার কর পরিশোধ করি।

আমরা বিশ্বাস করি যাহা কিছু অসুন্দর, কুৎসিত, সাম্প্রদায়িক, সহিংস তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সাফল্য ও পরিশ্রমেই মর্যাদা। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও লালন করে এ বিশ্ববিদ্যালয়, সাম্য ও প্রগতির পথে জড়াতে চায় সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের গ্রাজুয়েটেরা একটি শিক্ষিত, উন্নত বাংলাদেশ গঠনে স্ব স্ব ভূমিকা রাখুক, সমাজ ও দেশের প্রতি তাদের ঋণ তারা পরিশোধ করুক।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনি শুধু প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিই নন, একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা, দেশ ও মানুষের কল্যাণে আপনি সারাটা জীবনই উৎসর্গ করেছেন। আপনার আত্মত্যাগ, আমি নিশ্চিত, এখানে উপস্থিত সকলকে, বিশেষ করে নবীন প্রজন্মের স্নাতকদের, অনুপ্রাণিত করবে, পথ দেখাবে। আমরা গর্বিত আপনার মতো একজন দেশপ্রেমিক মানুষকে আমরা মাননীয় আচার্য হিসেবে পেয়েছি। শত ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে আপনি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে যোগ দিয়েছেন, আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব তফাজ্জল ইসলাম একজন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চৌকষ জুরিস্ট ও আইনের শাসন অব্যাহত রাখার জোরদার প্রবক্তা। বিশেষ অতিথি, আপনি আমাদের স্নেহভাজন স্নাতকদের সামনে দৃষ্টান্তের মত। আপনার সহৃদয় উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকের সমাবর্তন বক্তা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালকে। আপনার দেশপ্রেম, সাহস ও নীতিবোধ আমাদের সমাজে আলোকপ্রভা ছড়িয়েছে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় আপনি অক্লান্ত লড়াই করে চলেছেন। আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আপনি

আমাদের গর্বিত করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানবেন। আজ এখানে আরও উপস্থিত হয়েছেন অনেক সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি ধন্যবাদ জানাই ডীনবৃন্দ ও শিক্ষকমন্ডলী, শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবকবৃন্দকে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের পেছনে আপনাদের অপরিসীম অবদান বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। শিক্ষকরা দিয়েছেন জ্ঞানের আলোক, অভিভাবকরা দিয়েছেন আপত্যস্নেহ ও অকুণ্ঠ সমর্থন।

সবশেষে আমি প্রিয় শিক্ষার্থীদের সনদ অর্জনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। জীবনের দীর্ঘ পথচলার আরেকটি অধ্যায় শুরু করার সন্ধিক্ষণে তোমাদের জন্য রইল অশেষ শুভকামনা।

সকলকে ধন্যবাদ।